প্রতিবেদন

উত্তপ্ত চট্টগ্রাম বন্দর এনসিটি পরিচালনা করবে কে?

● এস.এম. আজাদ

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ঘিরে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চট্টগ্রাম বন্দর। প্রায় সাড়ে ৭শ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৭ সালে দেশের বৃহত্তম কনটেইনার টার্মিনাল এনসিটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে; কিন্তু সাত বছরেও 'পরিচালনার ভার কার হাতে থাকবে' এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট মহল। মন্ত্রণালয়, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ব্যবহারকারী ও বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিক রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর পরস্পরবিরোধী অবস্থানে জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের সিংহভাগই পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। বর্তমানে এই বন্দরে একসঙ্গে দেশি-বিদেশি ১৭টি জাহাজ নোঙরের সক্ষমতা রয়েছে। বন্দরকে বিশ্বমানে রূপান্তরে এক কিলোমিটার দীর্ঘ এনসিটিতে একসঙ্গে পাঁচটি জাহাজ নোঙরের ক্ষমতা রয়েছে। কনটেইনার ধারণক্ষমতা প্রায় ৫ লাখ। দেশের বৃহত্তম এই টার্মিনালটি চালু হলে বছরে ১৬ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডেল করা বন্দরের সক্ষমতা দাঁড়াবে ৩০ লাখে। বাড়বে বন্দরের ধারণক্ষমতাও। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতা আর রাজনীতির ঘুরপাকে বন্দি হয়ে পড়েছে এনসিটির ভবিষ্যৎ। এনসিটি চালু না হওয়ায় কমছে না জাহাজের গড় অবস্থান সময়। কমছে না এ বন্দর দিয়ে পণ্য আনা আমদানিকারকদের খরচ। বর্তমানে দেশি-বিদেশি জাহাজকে পণ্য খালাস করতে গড়ে অপেক্ষা করতে হয় তিন দিন। আর এ তিন দিনের জন্য ফিক্সড অপারেটিং কস্ট বাবদ প্রতিটি জাহাজকে গচ্চা দিতে হচ্ছে ৪৫ হাজার ডলার বা ৩৬ লাখ টাকা। এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, চট্টগ্রাম চেম্বারসহ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন সংগঠন এনসিটি দ্রুত চালুর দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু অপারেটর নিয়োগের ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত জনপ্রতিনিধিরা। কেউ চায় বিদেশি অপারেটর, কারো পছন্দ দেশি অপারেটর। পাল্টাপাল্টির এই গ্যাঁড়াকলে সরকার বছরে ২০০ কোটি টাকা বাড়তি আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বন্দর সূত্র জানায়, এনসিটি পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে দুই দফা দরপত্র আহ্বান করেও উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশে সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এরপর বন্দরের টাকায় যন্ত্রপাতি কিনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগটিও সফল হয়নি। এ পদ্ধতিতে সুফল পাওয়া যাবে না– এমন আপত্তির কারণে অবশেষে গত ১৪ জুলাই দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে।

বর্তমানে এনসিটি পরিচালনা নিয়ে বন্দর সংশ্লিষ্টরা স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম চেম্বার ও সংসদীয় কমিটি চাইছে বেসরকারি অপারেটরই যন্ত্রপাতি কিনে দীর্ঘমেয়াদে টার্মিনাল পরিচালনা করুক। এতে বন্দরে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করতে হবে না। অর্থমন্ত্রীও এ মতের পক্ষে। বেসরকারি অপারেটরের যন্ত্রপাতি কিনে টার্মিনাল পরিচালনা (এসওটি) করার পদ্ধতি এখন বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। বিশ্বের ৪১ শতাংশ বন্দর এই পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

অপরদিকে সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও বেসরকারি বার্থ অপারেটর মালিকরা চান, বন্দর নিজস্ব টাকায় যন্ত্রপাতি কিনে নিজে এনসিটি পরিচালনা করুক। এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'এনসিটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি বন্দরের টাকায় কিনতে হবে। বন্দরে যোগ্য লোকের অভাব নেই। তাদের দিয়ে এনসিটি পরিচালনা করতে হবে। বন্দর এখন সাইফ পাওয়ারটেক নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এনসিটি পরিচালনার কাজ দিতে চাইছে। সাইফ পাওয়ারটেক বন্দরকে জিম্মি করার চক্রান্ত করছে। তারা বন্দরে ঢোকার পর থেকে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করেছে। অনেক দক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরছে। শ্রমিকদের সঙ্গে তারা বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। তাদের এসব অন্যায় মেনে নেয়া যায় না।' মন্ত্রণালয় ও বন্দর সূত্রে জানা গেছে, নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষ 'সরবরাহ, পরিচালনা ও হস্তান্তর (এসওটি)' পদ্ধতির কাছাকাছি একটি নিয়মে এনসিটি চালাতে চায়। এসওটি পদ্ধতিতে পুরো টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বেসরকারি হাতে। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ চাইছে, এনসিটির নিয়ন্ত্রণ বন্দরের হাতে থাকবে, পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে বেসরকারি খাতে। এ পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বের ২২ শতাংশ বন্দর।

এ প্রেক্ষাপটে টার্মিনালটি দুজন অপারেটর দিয়ে পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে মন্ত্রণালয়। যন্ত্রপাতি কিনতে হবে জেটি পরিচালনাকারী অপারেটরকে। পুরোপুরি বিদেশি প্রতিষ্ঠান আসার সুযোগ থাকছে না। দেশি প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন ৫১ শতাংশ শেয়ার রেখে বিদেশি প্রতিষ্ঠানও (সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ) অংশ নিতে পারবে। দরপত্রের মাধ্যমে একজন অপারেটরের দুটি করে জেটি পরিচালনার সুযোগ থাকবে। দু'জন অপারেটর চারটি জেটি পরিচালনা করবে। বাকি একটি জেটি পানগাঁও নৌ-টার্মিনালের কনটেইনার আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে। টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ থাকবে বন্দরের হাতে। ১০ জুলাই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সংসদীয় কমিটির সভাপতি, বন্দর চেয়ারম্যান ও নৌমন্ত্রীর এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে এই নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পাওয়ার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বেসরকারি খাতে এনসিটি পরিচালনার বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রায় প্রতিদিনই বন্দর এলাকায় নানা কর্মসূচি পালন করছে। আর তাতে অংশ নিচ্ছেন সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং তার সমর্থক শ্রমিক নেতারা। আন্দোলনকারীদের দাবি, গত ৭ বছর ধরে এনসিটি অচলের নেপথ্যে কাজ করছে সাইফ পাওয়ারটেক নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বন্দরে সাইফ পাওয়ারটেককে বার বার ডাইরেক্ট প্রকিউরমেন্ট মেথড (ডিপিএম) ভিত্তিতে কাজ দেয়ার ঘটনা রহস্যজনক। বন্দরের দুর্নীতিবাজ কিছু কর্মকর্তাকে নানা অবৈধ সুবিধা দিয়ে তারা কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে। অথচ প্রতিযোগিতামূলক হ্যান্ডলিং কাজে অপারেটর নিয়োগ করা হলে সরকারি অর্থের সাশ্রয় হতো। এ প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'সাইফ পাওয়ারটেক প্রতিমাসে এনসিটি পরিচালনা বাবদ গড়ে ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকার বিল আদায় করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে বিনা দরপত্রে তথাকথিত ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রায় ৮৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে ছলে-বলে-কৌশলে পূর্ণাঙ্গভাবে এনসিটি পরিচালনার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সাইফ পাওয়ারটেককে নিয়ে অনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'■